IED
জানুয়ারি-জুন ২০১৮

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ফোরাম

হরেন্দ্রনাথ সিং ও তারিক হোসেন

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় দেশ। এখানে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ নানা ধর্মের মানুষ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বাঙালিসহ প্রায় অর্ধশত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী। এ সকল জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য-শিল্প-সংস্কৃতি। সব মিলে বহুমাত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র এ দেশ।

অথচ দীর্ঘদিন ধরে এদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ-জমি-ভাষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির উপর আঘাত চলমান। আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত কোন না কোন ভাবে নির্যাতনের শিকার। তাদের উপর ভূমি দখল-মামলা-হামলা-উচ্ছেদ-ধর্ষণ-নির্যাতন-হত্যাকাণ্ড ঘটছে। ফলে আদিবাসীদের জীবন ও অস্তিত্ব হুমকির মুখে। তবু আদিবাসীরা তাদের জাতি বৈশিষ্ট্য, ভূমি অধিকার, ভাষা-সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন আদিবাসী ছাত্র-যুব-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন বৈষম্য ও নির্যাতনের প্রতিকারে কাজ করছে।

সম্প্রতি আদিবাসী ছাত্র-যুব সমন্বয়ে হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ফোরাম গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ফোরাম তার নানা কাজের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন: ঢুডু সরেন, উমাচিং মারমা, বাবলু হেমব্রম হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন হত্যার প্রতিবাদ; নারীনেতা বিচিত্রা তির্কির উপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ; বাগদা ফার্ম হত্যাকাণ্ড ও উচ্ছেদের প্রতিবাদ, জাতীয় পর্যায়ে আদিবাসী দিবস, নারী দিবস পালন; বন্যায় উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ সহায়তা, আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা দাবিসহ নানা কর্মসূচি আয়োজন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মায়ানমারসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ধরনের ফোরাম আছে।
ছাত্র-যুব উদ্যোগ এই **হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ফোরাম** আদিবাসী গণসংগঠনগুলোর পরিপূরক হিসেবে যে সকল কাজ করছে, তা হলো–

- আদিবাসী পরিবার, সমাজ ও আদিবাসীবান্ধবদের যুক্ত করে কাজ করা।
- ডিফেন্ডারদের সংখ্যা এবং পড়া, বলা লেখার দক্ষতা ও গুণগত মান বাড়ানো।
- নিয়মিত খবরের কাগজ ও বইপত্র পড়া, ছাত্র-যুবদের সাথে যোগাযোগ, আলাপ–আলোচনা, সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা।
- নিজের এলাকায় আদিবাসী পরিবারগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহায়তা করা।
- এলাকায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় সহায়তা করা, তথ্য দেয়া, পরিচিত করানো।
- আইসিটি সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ, সম্পর্ক তৈরি ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলা।
- আদিবাসী গণসংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ ও যৌথভাবে অন্যায়ের প্রতিকার ও সুবিচার পাওয়ার চেষ্টা।
- আদিবাসী স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে কোন আন্দোলনে বন্ধুদের সাথে নিয়ে অংশগ্রহণ করা।
- আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদসমূহে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার দাবি করা এবং স্থানীয় সরকারে ও বিভিন্ন সামাজিক কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।
- বিভিন্ন দেশের এইচআরডিদের সাথে ই-মেইল ও ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি ও চিন্তার আদান-প্রদান করা।
- নেটওয়ার্ক গঠনের মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদান রাখা।
- আইইডি, আদিবাসীবান্ধব সংস্থা ও জনউদ্যোগ প্লাটফরমের সাথে যৌথ ও সংগঠিতভাবে অ্যাডভোকেসি করা।

উপার্জিত অর্থে বাড়ি তৈরির স্বপ্ন দেখেন

আদিবাসী যুবক শিপেন তির্কী

বৈশাখের শেষ দিনগুলোতে কাঁচাপাকা আমে ভরপুর থাকে গাছ! দুদিন বাদেই জ্যৈষ্ঠ শুরু। আম-কাঁঠালের উৎসব সামনে নিয়ে ১২ মে ১৯৯৫ সালে রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার শিলমাড়িয়া ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া গ্রামের এক অতিদরিদ্র আদিবাসী পরিবারে মায়ের কোল জুড়ে ফুটফুটে এক সন্তান এলো। তার নাম শিপেন।

মাথা গোঁজার মতো ভিটেমাটিও তাদের ছিলো না। মা বুলি রাণী তার ভাইয়ের জমিতে ঘর বেঁধে বাস করছিলেন স্বামী রামকান্ত আর আদরের তিন সন্তানকে নিয়ে। শিপেন সবার বড়। পাঁচজনের সংসারে দিন কাটতো অনাহারে-অর্ধাহারে। সম্বল বলতে দুইটি হালের বলদ, কয়েকটা ছাগল আর হাঁস-মুরগি।

বাবা-মা অন্যের জমিতে কৃষিশ্রমিকের কাজ করে সংসার চালান। অভাবের সংসার, দু'বেলা খাবারই যেখানে জোটেনা, পড়ালেখা সেখানে দুঃস্বপ্ন। শুধু মনের জোরে অন্যের জমিতে কাজ করে মাধ্যমিক পাস করে শিপেন। সংসারের হাল ধরতে উচ্চশিক্ষার আশা থমকে গেলেও থামেনা জীবন! জীবনের জন্য তাই বাঁচার লড়াই চলে অবিরাম!

জীবিকার সন্ধানে ছুটতে থাকে শিপেন। দু'বেলা অনাহার ঘুচানোর জীবন সংগ্রাম! এমন সময় একদিন আইইডির দুই কর্মী হরেন্দ্রনাথ সিং আর অলি কুজুর তাদের গ্রামে যান। কীভাবে জীবন বদলে দেয়া সম্ভব আদিবাসী যুব ও অভিভাবকদের তারা তাই বোঝাতে চেষ্টা করেন। আদিবাসীদের কেবল জমির উপর নির্ভর করলে চলবে কী করে? অন্য কাজ শিখতে হবে। দেশের উন্নয়ন আর অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে না পারলে আদিবাসীদের জীবন আরো কষ্টের হবে। এমনিতেই অনেক পিছিয়ে, তার উপরে নানা ধরনের নিপীড়ন, নির্যাতন আর জমি হারানোর রূঢ়বাস্তবতা। এভাবে চলতে থাকলে একদিন নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে হবে। তার উপর অনেক বাঙালি উত্তরবঙ্গের এ সকল মানুষকে অস্পৃশ্য ভাবে। সুতরাং এখনই সময় ঘুরে দাঁড়াবার! এখনই সময় নিজেকে নাগরিক হিসেবে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলবার।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জানুয়ারি-জুন ২০১৮

তারা আইইডি'র 'ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতাবৃদ্ধি' প্রকল্পের আওতায় সমতলের যেসব আদিবাসী যুব শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়েছে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা বা দক্ষতা প্রশিক্ষণে সহায়তার কথা বলেন। কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নয়, শহরে ব্যক্তিমালিকানাধীন সেবাদানকারী বিভিন্ন ওয়ার্কশপ বা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি এর ব্যবস্থা করবে আইইডি। সেখানে কাজ শেখার মাধ্যমে বাজার ও সেবাগ্রহণকারীদের সাথে তাদের একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। প্রশিক্ষণ শেষে এসব যুবরা মূল সমাজে সবার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং সেখানেই তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে- এটাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। আইইডির কর্মীদের আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিপেন রাজশাহীতে তিনমাসের কম্পিউটার মেরামতের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

শুধু কম্পিউটার মেরামতের কাজ শিখেই ক্ষান্ত হননি, এই সাথে নিজ উদ্যোগে মোবাইল মেরামতের কাজও শিখেছেন। কষ্টে উপার্জিত টাকা সঞ্চয় করে গ্রামের পাশে মোল্লাপাড়া বাজারে কম্পিউটার ও মোবাইল মেরামতের একটি দোকান দিয়েছেন। এখানে ই-মেইলও আদান-প্রদান করা যায়। অনেক মানুষ এখন তার কাছে আসেন, সেবা নেন। কাজের প্রতি আন্তরিকতার কোন কমতি নেই শিপেনের। তার কাজ ও আন্তরিকতায় সবাই মুগ্ধ হয়ে প্রতিদিন বসে অপেক্ষা করে সেবা গ্রহণের জন্য।

শিপনের আয়ও বাড়ছে। এরই মধ্যে মামার কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন বসতভিটার ৬ শতাংশ জমি। এখন তিনি উপার্জিত অর্থে এ জমিতে বাড়ি তৈরি করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেন। শিপেন তির্কী আদিবাসী সমাজের জন্য আজ একটি উজ্জ্বল উদাহরণ, অনেক যুব ও যুবনারীর কর্মপ্রেরণার উৎস।

ধর্ষণের বিরুদ্ধে হোক প্রতিরোধ

দেশের শতাধিক স্থানে মৌন মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি

'ধর্ষণের বিরুদ্ধে হোক প্রতিরোধ' শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে ১২ এপ্রিল ২০১৮ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা-১২টা পর্যন্ত জনউদ্যোগ সারা দেশে বিভিন্ন জেলার প্রায় শতাধিক স্থানে মৌন মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন স্থানে এ প্রতিবাদী কর্মসূচিতে যোগ দেয়।

ঢাকায় জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. মুশতাক হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা ও জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক লুনা নুর, আইইডির সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সমন্বয়কারী সুবোধ এম বাস্কে, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা অলি কুজুরসহ নেতা-কর্মীরা নুমান আহম্মেদ খান, সমন্বয়কারী মো. জসিমউদ্দিন মল্লিকসহ জনউদ্যোগ সদস্যরা সহযোগী সমন্বয়কারী সঞ্চিতা তালুকদার, ফেলো নূজমুন্নাহার স্বপ্না, ফাতেমা বেগম, বেগমসহ অন্যান্যরা মিরপুর বাংলা অধ্যাপক চন্দন কুমার প্রমুখ উত্তরা ১০নং মানিকনগর; হরেন্দ্রনাথ সিংসহ আদিবাসী ফোরামের নেতৃবৃন্দ ও জনউদ্যোগের মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সামনে; লালমাটিয়া মহিলা কলেজের সামনে; ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের মিনাবাজারের সম্মুখে প্রতিবাদী এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

মহাখালিতে; আইইডির নির্বাহী পরিচালক হামিদুজ্জামান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শ্যামলী সিনেমা হলের সামনে; আইইডির জনউদ্যোগ সদস্য সচিব তারিক হোসেন, নাসরিন আক্তার, বিলকিস বেগম, কোহিনুর কলেজের সামনের সড়কে; মাহবুবুল হক, সেক্টর; সাইফুল ইসলামসহ অন্যান্যরা মাণ্ডা, যুব পরিষদ, হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস সদস্যরা কাওরানবাজার মোড় ও নিরলা মার্ডি ও সুমিতা রবিদাসের নেতৃত্বে ফেরদৌস আহম্মেদ উজ্জলসহ অন্যান্যরা

জনউদ্যোগের আয়োজনে যশোরে ২০টি পয়েন্ট, ময়মনসিংহে ৬টি পয়েন্ট, রাজশাহী, নেত্রকোনা, গাইবান্ধা, শেরপুর ও খুলনাসহ শতাধিক স্থানে একই সময়ে একই দাবিতে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়।

আইপি নিউজ

সীতাকুন্ডে দুই কিশোরীকে হত্যার প্রতিবাদে দিনাজপুরে মানববন্ধন

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে দুই ত্রিপুরা কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদ, ধর্ষক ও হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দিনাজপুরে যৌথভাবে মানববন্ধন করেছে হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম (এইচআরডি), সারজোম বাহা সাংস্কৃতিক দল, আদিবাসী যুব পরিষদ ও আইইডি। ২৬ মে ২০১৮ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সম্মুখ সড়কে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

আইইডির সহকারী সমন্বয়কারী ও আদিবাসী যুব পরিষদের সভাপতি হরেন্দ্র নাথ সিং-এর সভাপতিত্বে এই মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ইউনিয়ন দিনাজপুর সংসদের সাধারণ সম্পাদক জামিরুল ইসলাম, কমিউনিস্ট পার্টি নেতা এসএম চন্দন, সারজম বাহা সাংস্কৃতিক দলের সভাপতি নেলশন মার্ডী, কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশীষ কুমার মুন্না, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক

সুলতান কামালউদ্দীন বাচ্চু, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শিবানী উরাঁও, হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম (এইচআরডি)এর দিনাজপুর প্রতিনিধি শ্রীমন হাঁসদা প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ হত্যার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় পাহাড় ও সমতলে নারী ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা অব্যাহত আছে। তারা সীতাকুন্ডের ঘটনায় নিন্দা প্রতিবাদ জানিয়ে জড়িতদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের মহাদেবপুর ত্রিপুরাপাড়ায় পলিন ত্রিপুরার মেয়ে সুখলতি ত্রিপুরা (১৫) ও সুমন ত্রিপুরার মেয়ে ছবি রাণী ত্রিপুরা (১১) কে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।

এসি/ফ্যান নষ্ট হলে কেউ চিন্তা করেনা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি কোন জাতির
আইপি নেটওয়ার্ক সভা

আইইডির উদ্যোগে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের এইচ কে আরেফিন সম্মেলনকক্ষে ৭ মে ২০১৮ দিনব্যাপী বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন ও ব্যক্তি সমন্বয়ে আইপি নেটওয়ার্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা, তাদের উন্নয়নে কোন সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, সংস্কৃতি সংগঠন ও ব্যক্তি বর্তমানে কী ভূমিকা রাখছে এবং বিশেষকরে সমতলের আদিবাসীদের উন্নয়নে বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাসমূহে সম্মিলিত কি কি উদ্যোগ নেয়া যায় তার জন্য চিন্তা ও ধারণা বিনিময় এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় আইপিডিএস, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, কাপেং ফাউন্ডেশন, আদিবাসী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন ফেডারেশন, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, হাজং ছাত্র সংগঠন, মাহাতো ছাত্র সংগঠন, মাদল, চানচিয়া এবং আইইডির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সঞ্জীব দ্রং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শুরুতে আইইডির সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সমাজে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক নানামাত্রিক উন্নয়নে মূলত তিনটি ধারায় কাজ হচ্ছে। বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন, উন্নয়ন সংস্থা, আদিবাসী ছাত্র-যুব ও সংস্কৃতি সংগঠন আদিবাসী ইস্যু বিশেষকরে মানবাধিকার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্ষমতায়ন, ভূমি অধিকার, নারীউন্নয়ন এবং জীবনজীবিকার উন্নয়নে নানাধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। অনেকেই জানেন, আইইডি ঢাকা ও সমতলের তিন জেলায় আদিবাসী ছাত্র-যুবদের সংগঠিত করে হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারর্স ফোরাম গঠন করেছে। তাদের মধ্যে ১৬০জন এইচআরডি মানবাধিকার, জেন্ডার ও নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তারা সংগঠিত হয়ে আদিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করছে; পাঠচক্র, সংস্কৃতি চর্চা, কমিউনিটি সদস্য ও শিক্ষার্থীদের সহায়তা দান এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ছে। এ ছাড়া তিন জেলায় শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া কর্মহীন যুব ও যুবনারীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য জেলা ও উপজেলা শহরে কর্মক্ষেত্রে রেখে ২০১৬-১৭ সালে ৭৮জনকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৫জন বর্তমানে মাসে ১০ থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩ জেলায় ১৫জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

সভায় আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান বলেন, পরীক্ষামূলকভাবে কর্মসূচিটি গ্রহণ করেছি। উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের অচ্ছুত ভাবার প্রবণতা রয়েছে। বিভিন্ন ট্রেডে কাজ করার ফলে সেটি ক্রমশ দূর হচ্ছে। অচ্ছুত বলে যাদের দূরে সরিয়ে রাখা হতো তারাই এখন বাজারে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আয়মূলক কাজ করছে। বাড়িতে এসি/ফ্যান নষ্ট হলে কেউ চিন্তা করেনা মিস্ত্রী আদিবাসী, হিন্দু, মুসলমান নাকি অন্য কোন জাতির। এসি বা ফ্যান ঠিক করানোই মূল কথা।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, আইইডির এই কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক ফলাফলের খবর সকলকে জানাতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে অসুস্থ হলে তারা যেন ঝরে না পড়ে। ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, আদিবাসীদের উন্নয়নে এ ধরনের কাজ প্রশংসার দাবিদার। তিনি আদিবাসী তরুণদের কাছে এ খবর পৌঁছে দেওয়ারও সম্ভব সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। হিল উইমেন ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি চঞ্চনা চাকমা বলেন, হোপ- ৮৭ যুবদের দেশের বাইরেও প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যায়। তিনি তাদের সাথেও যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার কথা বলেন।

সোহেল হাজং আইইডিকে ধন্যবাদ জানিয়ে যুবদের প্যারামেডিকেলের প্রশিক্ষণ করানো যায় কি না এ বিষয়ে ভেবে দেখার কথা বলেন। রিপন চন্দ্র বানাই বলেন, কর্মএলাকায় চাহিদার ভিত্তিতে ট্রেডের কাজ নির্বাচন করলে ভাল হবে। অনলাইন, গ্রাফিক্স, ফটোগ্রাফি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জনউদ্যোগের সদস্য সচিব তারিক হোসেন বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ঝরে যাওয়া যুবরা একেবারে ঘরে বসে যায়, তাদের জন্য আমরা অন্য কোনো কাজে যুক্ত হতে সহায়তা করতে পারি।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় আমরা সকলে মিলে সমাজের নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র-যুবদের মাধ্যমে আদিবাসী বেকার যুব ও যুবনারীদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত করতে পারি, তাহলে আদিবাসী সমাজে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন আসবে।

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ভূমি কমিশন গঠনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি
জাতিবৈচিত্র্যে বহুত্ববাদী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে

হিউম্যান রাইট্স ডিফেন্ডার্স ফোরাম (এইচআরডি) ও জনউদ্যোগের যৌথ আয়োজনে সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠনের দাবিতে ১৩ মে ২০১৮ রবিবার শেরপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, শেরপুর ডিস্ট্রিক্ট ডিবেট ফেডারেশন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বর্মন ছাত্র পরিষদ, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, পিলাচ, নারী রক্তদান সমাজ কল্যাণ সংস্থা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

জনউদ্যোগ আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সমাজকর্মী রাজিয়া সামাদ ডালিয়া, কবি তালাত মাহমুদ, জেলা আওয়ামী লীগের শামীম হোসেন, জেলা মহিলা পরিষদের আঞ্জুমান আরা যুথী, আইরীন পারভীন, সিপিবি'র সোলায়মান আহমেদ, আদিবাসী নেতা ও প্রধান শিক্ষক হিরণচন্দ্র বর্মন, আদিবাসী নেতা সুমন্ত বর্মন, পঞ্চমী দেব রুমা, মিঠুন কোচ, লক্ষণ চন্দ্র বর্মন প্রমুখ।

রাজিয়া সামাদ ডালিয়া বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতিবৈচিত্র্যে বহুত্ববাদী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে। আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি ও তাদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ নজর দিতে হবে। সুমন্ত বর্মন বলেন, আদিবাসীদের আজ নানাভাবে ভূমি থেকে উচ্ছেদ, জমি-ঘর-বাড়ি দখল করে নিঃস্ব করা হচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন আজ সময়ের দাবি। আবুল কালাম আজাদ বলেন, কোনো একটি জাতিগোষ্ঠীকে পিছনে রেখে কখনও একটি দেশের সুসম উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পরে বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন সাংবাদিকদের অবস্থান কর্মসূচির বিষয়ে অবহিত করে এক উন্মুক্ত সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনউদ্যোগ জেলা কমিটির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ ও এইচআরডি নেতৃবৃন্দ এতে বক্তব্য রাখেন।

দরিদ্রদের জন্য সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়

বস্তিবাসীদের জন্য আইন বিষয়ক সচেতনতাসভা

ঢাকায় কল্যাণপুর পোড়াবস্তিতে আইইডির উদ্যোগে গত ২৩ জুন ২০১৮ দলসদস্য ও কমিউনিটি নেতাদের সমন্বয়ে আইন বিষয়ক সচেতনতাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩৪ জন অগ্রগামী দলসদস্য ও কমিউনিটি ফোরাম নেতা অংশগ্রহণ করেন। সভার সহায়ক ও মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আইনজীবী সেলিনা আক্তার।

আইইডির সহযোগী সমন্বয়কারী সঞ্চিতা তালুকদার শুরুতে সভার উদ্দেশ্য আলোচনা করেন। পরে সহায়ক সেলিনা আক্তার বিয়ে, দেনমোহর, পারিবারিক সহিংসতা (সুরক্ষা ও প্রতিরোধ) আইন ২০১৩, পারিবারিক মামলার নিষ্পত্তির মেয়াদ, নারীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মামলা সংক্রান্ত শাস্তির বিধান বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের জানা থাকা দরকার, ২০১৩ সালে পারিবারিক সহিংসতা (সুরক্ষা ও প্রতিরোধ) আইন পাশ হয়।

সেলিনা আক্তার দলসদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আইন সম্পর্কে জানান এবং বাস্তবতার আলোকে আইনের কিছু দুর্বল দিক কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, পারিবারিক সুরক্ষা আইনে একজন নারী পরিবারে থেকেও স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে। জাতীয় আইন সহায়তা কেন্দ্র অর্থাৎ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড দরিদ্রদের জন্য সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান করে থাকে। কোন দরিদ্র অসহায় নারী বা পুরুষ বিনা খরচে আইনি সহায়তা পেতে চাইলে তিনি আইনি সহায়তা পাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সহযোগিতা করবেন।

প্রাণবন্ত এ আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে দলসদস্য ও কমিউনিটি নেতাদের সাধারণ আইন বিষয়ে ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুবদের সামাজিক উদ্যোগ গড়ে তুলতে প্রকল্প প্রশিক্ষণ

আইইডি সমাজে যুবউদ্যোগ বিনির্মাণে নারী, সংখ্যালঘু ও পরিবেশ ইস্যুতে সক্রিয় যুবদের জন্য সচেতনতা ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এজন্য আগস্ট ২০১৭ থেকে প্রতি মাসে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আদিবাসী যুব উদ্যোক্তাদের সাথে বেশ কয়েক ধাপে সভা হয়। কয়েকটি সচেতনতা সভা শেষে লালমাটিয়ায় চারুশিল্পী সংসদ কার্যালয়ের মিলনায়তনে ২৬ জানুয়ারি ২০১৮ উদ্যোগী যুবদের নিয়ে প্রকল্প প্রস্তাবনা ও তথ্যচিত্র তৈরি বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আইইডি'র সহায়তায় তৈরি এবং ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরির আয়োজন করে।

কর্মশালায় বিভিন্ন সেশনে সহায়ক মসিউদ্দিন শাকের, চলচ্চিত্র নির্মাতা পংকজ পালিত, অধ্যাপক শান্তনু পার্থ, জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির আইইডির সমন্বয়কারী জ্যোতি সমাজসেবা কর্মকর্তা শহীদুজ্জামান, যুব-উদ্যোক্তা ও সংগঠক মোজাম্মেল কৌশিক সুর। কর্মশালায় ৩০ জন যুব জনউদ্যোগ প্রকল্প প্রস্তাবনা ও প্রতিবেদন কৌশল বিষয়ক এই কর্মশালার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিত্রপরিচালক মসিউদ্দিন শাকের, শিক্ষক ও চিত্রগ্রাহক মজুমদার, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ পাভেল আহ্বায়ক ডা. মুশতাক হোসেন, চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা ৬ এর আঞ্চলিক চারুশিল্পী ও চিত্র পরিচালক প্রদীপ ঘোষ, হক তন্ময় এবং সাংবাদিক ও যুবনেতা অংশগ্রহণ করে। কীভাবে প্রকল্প পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে কাজ করতে হয় এবং ক্যামেরায় ছবি তোলা, ছবিতে কথাবলার বিভিন্ন কাজ, আলোক রশ্মি কিভাবে ছবিতে ভূমিকা রাখে এবং ক্যামেরা ও লেন্স ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা হয়।

কর্মশালা শেষে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ছোট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ব্যতিক্রমধর্মী এ সকল উদ্যোগ যুবসমাজ ও তরুণদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ যোগাবে। রাষ্ট্র ও সরকারই সব কিছু করবে তা নয়। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংস্থা ও সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টাতেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। জনউদ্যোগ ও আইইডি সে কাজটিই করতে চায়।

জানুয়ারি-জুন ২০১৮

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

নিয়মিত বিতর্কচর্চা যুবদের যুক্তিশীল ও সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে

পরিবেশ বিষয়ক আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা -২০১৮

আইইডির সহযোগিতায় স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকায় ২৭-২৮ এপ্রিল ২০১৮ দুই দিনব্যাপী পরিবেশ বিষয়ক আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। 'পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন' প্রতিপাদ্য নিয়ে যৌথভাবে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জনউদ্যোগ, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ ও ইএসডিও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনাল (বিইউপি), ইউআইইউ, ডিআইইউডিসি, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, আহসানউল্যাহ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলসহ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ১০টি দল এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তিনটি পর্বে ট্যাব সিস্টেমে সংসদীয় পদ্ধতির এ প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা নানা যুক্তিতে বিতর্ক অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

প্রথম পর্বের বিষয় ছিলো: এই সংসদ আত্মহত্যাকে উৎসাহিত করবে না; ২য় পর্বের বিষয় ছিলো: এই সংসদ বিশ্বাস করে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য গ্রিন টেকনোলজি একটি প্রহসন; তৃতীয় পর্বের বিষয় ছিলো: এই সংসদ ধর্ষণের সময় ভিক্টিম দ্বারা ধর্ষক খুন হলে প্রমাণ সাপেক্ষে ভিক্টিমকে ন্যূনতম শাস্তি প্রদান করবে।

সকল পর্বের ফলাফল যোগ করে প্রথম চারটি দল নিয়ে সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। দলগুলি হলো, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল (বিইউপি) এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং ক্লাব বনাম ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ)-এর অরেঞ্জ দল। সেমিফাইনালের বিষয় ছিলো: 'বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য শিল্পোন্নত দেশসমূহ দায়ী'। দু'টি সেমিফাইনালে বিজয়ী হয় যথাক্রমে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল (বিইউপি) ও ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ)-এর অরেঞ্জ দল।

২৮ এপ্রিল সকাল ১১টায় স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির অডিটোরিয়ামে বিতর্কের সমাপনীপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিলো: 'উন্নয়নই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রধান অন্তরায়'। পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান এম কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষক এমিরেটাস অধ্যাপক এম এ ফয়েজ, আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান, পবার চেয়ারম্যান আবু নাসের খান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও টিভি উপস্থাপক সামিয়া রহমান।

বিতর্কে বিইউপি চ্যাম্পিয়ন ও ইউআইইউ অরেঞ্জ দল রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এমিরেটাস অধ্যাপক এম এ ফয়েজ বলেন, নিয়মিত বিতর্কচর্চা যুবদের যুক্তিশীল ও সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। তাই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

ধুলা-ধোঁয়ামুক্ত ঢাকা মহানগর চাই

যৌথ উদ্যোগে সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত

শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনের রাস্তায় ৪ মে ২০১৮ 'ধুলা- ধোঁয়ামুক্ত ঢাকা মহানগর চাই' এই দাবিতে আইইডির সহায়তায় জনউদ্যোগ, পবা, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ ও বাংলাদেশ সাইকেল লেন বাস্তবায়ন পরিষদ-এর যৌথ উদ্যোগে এক সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় জাদুঘর থেকে শুরু হয়ে টিএসসি ঘুরে আবার জাতীয় জাদুঘরের সামনে এসে র‍্যালিটি শেষ হয়।

সাইকেল র‍্যালির শুরুতে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভিসি প্রফেসর মো. আলী নকীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি আআমস আরেফিন সিদ্দিক, বিশেষ অতিথি একুশে পদকপ্রাপ্ত নাট্যজন ড. ইনামুল হক, জনউদ্যোগের আহ্বায়ক ডা. মুশতাক হোসেন, পবা'র চেয়ারম্যান আবু নাসের খান, আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান, স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কামরুজ্জামান মজুমদার, দৃকের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার শহীদুল আলম, জনউদ্যোগের

সদস্য সচিব তারিক হোসেন, বাংলাদেশ সাইকেল লেন বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি আমিনুল ইসলাম টুব্বুস এবং পবা'র সম্পাদক এম এ ওয়াহেদ প্রমুখ।

সাইকেল র‍্যালির শুরুতে বক্তারা বলেন, বর্তমানে আমাদের শহরে ধুলাদূষণ প্রকট আকার ধারণ করেছে। ধুলাদূষণের ফলে রোগ-ব্যাধির প্রকোপ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশের দোকানের খাবার বিষাক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে রোগ জীবাণু মিশ্রিত ধুলা ফুসফুসে প্রবেশ করে সর্দি-কাশি, ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, যক্ষ্মা, এলার্জি, চোখজ্বালা, মাথাব্যাথা, বমিভাব ও চর্মরোগসহ নানা জটিল রোগের সৃষ্টি করছে। শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হওয়ায় তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি।

তাঁরা বলেন, পরিষেবা, অবকাঠামো তৈরি, সম্প্রসারণ ও মেরামতের সময় খননকৃত মাটি ও অন্যান্য সামগ্রী রাস্তায় ফেলে না রেখে বিধি মোতাবেক দ্রুত অপসারণ করতে হবে অথবা পূর্ণ ঢাকনা দিয়ে এ ধরনের কাজ করতে হবে। রাস্তাঘাট ও ফুটপাত নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মেরামত করতে হবে। আর সাথে সাথে নাগরিকদের সচেতনতার সাথে শহরে বসবাস ও চলাচল করতে হবে।

জনউদ্যোগ

জনউদ্যোগের দাবির প্রেক্ষিতে যশোরে ভৈরব নদ সংস্কার শুরু

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দীর্ঘতম নদ ভৈরব। যশোর ও খুলনা জেলা মিলিয়ে ২৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এ নদের পাশেই গড়ে উঠেছে যশোর শহর। এলাকার মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং উৎপাদন-পরিবহন-চলাচল ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম এই নদ। দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এ ভৈরব নদের নাব্যতা নেই। নদ ভরাট করে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নদদখল করে শিল্প-কারখানা, দোকান-পাট, ঘরবাড়ি, কৃষি, মৎস্যচাষ, হাসপাতাল, বনায়ন থেকে ইটভাটা পর্যন্ত করেছে। তাই জনউদ্যোগের নানা পদক্ষেপের কারণে যশোরের প্রাণ ভৈরব নদ দখল ও দূষণ থেকে মুক্ত করতে এবং নদরক্ষায় সরকার ও যশোরবাসী উদ্যোগ নিয়েছে।

জনউদ্যোগ যশোরে স্থানীয় নানা জরুরি ইস্যুতে নাগরিক সচেতনতা তৈরি ও ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে। ভৈরবনদ সংস্কারের আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম। এ লক্ষ্যে জনউদ্যোগ-যশোর সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধন, নদীরপাড়ে প্রতিবাদসভা, গণস্বাক্ষর ও সরকার, প্রশাসনসহ বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের সাথে মতবিনিময়সহ নানামাত্রার উদ্যোগ নিয়েছে। জনউদ্যোগের নিয়মিত দাবি উত্থাপন ও আন্দোলনের কারণে প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালে যশোরে এসে ভৈরব নদ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বর্তমান সরকার ভৈরব নদের প্রথম পর্যায়ে ৩২ কিমি সংস্কারের জন্য ২৭২ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করে। প্রথম পর্যায়ের কাজ রূপদিয়া থেকে হৈবতপুর কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ পর্যন্ত হওয়ার কথা। কাজ শুরু হওয়ার পরও সংস্কার কাজ বন্ধ হয়েছিল। তাই জনউদ্যোগ পুনরায় যশোরবাসীকে সাথে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধন, মতবিনিময়সভাসহ লাগাতার আন্দোলন শুরু করে। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে যশোরবাসীর বহু প্রতীক্ষিত ভৈরবনদ খননকাজ আবার শুরু হয়েছে।

বহু প্রতিক্ষিত ভৈরব নদ খনন কাজ কনেজপুর থেকে শুরু হয়।

পরিবেশ সচেতনতা তৈরিতে মুক্তমঞ্চে উন্মুক্ত সংসদীয় বিতর্ক

পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনউদ্যোগ শেরপুর ১৭ জানুয়ারি ২০১৮ ভ্রাম্যমান মুক্তমঞ্চে একটি উন্মুক্ত সংসদীয় বিতর্কের আয়োজন করে। বিতর্কের প্রতিপাদ্য ছিল, 'সরকারি উদ্যোগের চাইতে সামাজিক সচেতনতাই পরিবেশ দূষণরোধে অধিক গুরুত্বপূর্ণ'। জনউদ্যোগের আয়োজনে শেরপুরে প্রথম এই উন্মুক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠানের বিতার্কিকরা যুক্তি দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তারা বলেন, 'নদী-নালা, খাল-বিল, জঙ্গল বাঁচলে বাঁচবে প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য, বাঁচবে বাংলাদেশ। এ ছাড়াও পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সরকারের উদ্যোগের সাথে সাথে নাগরিকদেরও সচেতনতার সাথে যথাযথ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানো হয়।

ময়লা-বর্জ্য সরিয়ে নাও, শ্বাস নিয়ে বাঁচতে দাও

পরিবেশ উন্নয়ন ও সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দাবি

পৌরসভা এলাকায় পরিবেশ উন্নয়ন ও সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দাবিতে জনউদ্যোগ শেরপুর গত ২৭ জুলাই ২০১৭ তারিখে শহরের গৃর্দানারায়ণপুর আমনকুড়া বিলের ময়লার ভাগাড়ের পাশে মানববন্ধন করে। প্রায় শতাধিক যুব-ছাত্র-নাগরিক ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে এ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধনের প্রতিপাদ্য ছিল শহরের পরিবেশ উন্নয়নে 'ময়লা-বর্জ্য সরিয়ে নাও, শ্বাস নিয়ে বাঁচতে দাও'। 'আমনকুড়া বিলের ময়লা-বর্জ্য ফেলা বন্ধ কর, করতে হবে।'

যুব-ছাত্র-নাগরিকদের এ মানববন্ধন থেকে আমনকুড়া বিলে ময়লা-আবর্জনা-বর্জ্য ফেলা বন্ধ করে আমনকুড়া বিল রক্ষা এবং শহরের বাইরে ময়লা-আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করার জন্য পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ও প্রশাসনের দায়িত্ববানদের প্রতি দাবি জানানো হয়।

জানুয়ারি-জুন ২০১৮

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

দখলদার উচ্ছেদ করে সংস্কার ও সংরক্ষণ জরুরি

দখল হয়ে যাচ্ছে জলাশয়গুলো

খাল-বিল, নদী-নালা, উন্মুক্ত জলাশয় থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ এবং সংস্কার ও সংরক্ষণের দাবিতে ২১ নভেম্বর ২০১৭ জনউদ্যোগ শেরপুর পথসভা ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

শহরের বটতলা মোড় ও কালেক্টরেট প্রধান ফটকের সামনে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনউদ্যোগ আয়োজিত এসব পথসভায় বক্তারা বলেন, নদী-খাল-বিল অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাশয়ের স্বাভাবিক পানি প্রভাব বাধাগ্রস্ত করে মৎস্যচাষ কিংবা স্থাপনা নির্মাণে সরকার প্রধানের কড়া হুঁশিয়ারি থাকলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না। জেলায় পরিবেশ আইন, কৃষিজমি সুরক্ষা ও খাসজমি বন্টন নীতিমালা উপেক্ষা করে একশ্রেণির প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সরকারি খাসজমি হিসেবে চিহ্নিত অনেক খাল-বিল-নদী ভরাট করে বিভিন্ন স্থাপনা করে যাচ্ছেন। নব্যধনী, প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে এসব খাল-বিল, জলাশয় দখলে নিয়েছে। ফলে এখন কেউটা বিলের আমন ধান পানিতে নিমজ্জিত, বোরোচাষের জন্য বীজতলা করা যাচ্ছে না। কৃষকরা তাদের ফসল নিয়ে শঙ্কিত। খাল-বিল, সরকারি সম্পত্তি দখলদাররা এতই শক্তিশালী যে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনও কোন কথা বলে না। সরকারি সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা দেখেও না দেখার ভান করে থাকেন। ফলে ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের, ভুক্তভোগী হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

পরে জনউদ্যোগের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, জেলায় কাগজে-কলমে ২০টি খাল ও ৫৬টি বিলের উল্লেখ থাকলেও অধিকাংশ খাল-বিল আজ অস্তিত্বহীন। ভুয়া কাগজপত্র তৈরি অথবা অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করে খাসজমি দখল হয়েছে। জেলার প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো দখল হয়ে যাচ্ছে, ফলে কোথাও কোথাও জলাবদ্ধতা ও প্রাকতিক দুর্যোগ হচ্ছে, পাল্টে যাচ্ছে ফসলের মৌসুম। এতে কৃষিনির্ভর শেরপুর জেলার কৃষিঅর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হচ্ছে। সাম্প্রতিক ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে এসব বিল ও এর আশপাশের অধিকাংশ জমির বোরো ধান নষ্ট হয়ে গেছে। পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষার স্বার্থে খাল-বিল, নদী-নালা, উন্মুক্ত জলাশয়গুলো অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে সংস্কার ও সংরক্ষণ জরুরি।

পথসভা ও স্মারকলিপিতে দ্রুত খাল-বিল, নদী-নালা ও উন্মুক্ত জলাশয়গুলো দখলদার উচ্ছেদ এবং সংস্কার ও সংরক্ষণ করে পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয়ের হাত থেকে জেলাবাসীকে রক্ষার দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিকরা সমাজের চক্ষুস্বরূপ

আইইডি সাংবাদিক সম্মাননা ২০১৮ প্রদান

আইইডি'র উদ্যোগে ২৪ জুন ২০১৮ ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইইডি সাংবাদিক সম্মাননা ২০১৮ প্রদান করা হয়। নারী, পরিবেশ এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ইস্যুতে বিগত একবছরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মোট ১২জন সাংবাদিককে এ সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। জনউদ্যোগ সদস্য সচিব ও আইইডি'র সহযোগী সমন্বয়কারী তারিক হোসেনের সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে জনউদ্যোগের আহ্বায়ক ডা. মুশতাক হোসেন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম, শিশু-কিশোর সংগঠক ডা. লেলিন চৌধুরী, জনউদ্যোগের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার, বিশিষ্ট সাংবাদিক নিখিল ভদ্র, আইইডি'র নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান, সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সমন্বয়কারী যথাক্রমে সুবোধ এম বাস্কে ও হরেন্দ্র নাথ সিং উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, আইইডি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথম উন্নয়ন থেকেই সামাজিক ও মানবিক প্রাকৃতিক, ওপর গুরুত্বারোপ পরিবেশ উন্নয়নের নাগরিকের সচেতনতা ও করেছে। সকল মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব। সক্রিয় অংশগ্রহণের বছরের বিভিন্ন প্রিন্ট ও তাই আমরা এক প্রকাশিত সচেতনতা ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে থেকে বাছাই করে এই সুষ্টিকারী প্রতিবেদন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ সম্মাননা দেওয়ার প্রশংসা করে ড. শান্তনু সম্মাননা প্রদানের নিঃসন্দেহে এটি মজুমদার বলেন, দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট শুভউদ্যোগ, এর মধ্য হল। আইইডি'কে কাজের ক্ষেত্র তৈরি লেলিন চৌধুরী বলেন, ধন্যবাদ জানিয়ে ডা. চক্ষুস্বরূপ। চোখ অন্ধ সাংবাদিকরা আমাদের হলে যেমন শরীর অন্ধ হয়, তেমনি সাংবাদিকরা অন্ধ হলে সমাজও অন্ধ হয়। তাই দৃষ্টিবন্ধুরা ভালো হলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নতির দিকে পা বাড়ায়। আগামী দিনগুলোতে এ ধরনের উদ্যোগ চলমান থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ডা. মুশতাক হোসেন সাংবাদিক সম্মাননা উৎসাহব্যঞ্জক আখ্যা দিয়ে বলেন, সচেতনতা ও সমতার সমাজ তৈরিতে এই ধরনের সাংবাদিক সম্মাননা ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সাইফুল ইসলাম এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আইইডিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সাংবাদিক হিসেবে আমাদের পরিবেশ, নারী এবং জাতিগত ও ধর্মীয় ইস্যুতে কাজের অনেক সুযোগ রয়েছে। এই সম্মাননা সাংবাদিক বন্ধুদের নতুন উদ্যমে কাজ করতে প্রেরণা

জোগাবে। সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আইইডি'র নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান বলেন, সুসম, টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের জন্য আমাদের সবাইকে পরিবেশ, নারী এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ইস্যুতে সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাংবাদিকরা সবচেয়ে অগ্রণী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

পুরস্কৃত সেরা তিনজন সাংবাদিক হচ্ছেন, নারী বিষয়ে ফারজানা আকতার, 'চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারী' শিরোনামে প্রতিবেদন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন; পরিবেশ বিষয়ে সোহেল মামুন, Noise pollution: A bane of Bangladeshi urban life শিরোনামে প্রতিবেদন, ঢাকা ট্রিবিউন এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিষয়ে রাজীব নূর, 'সাঁওতালপল্লীতে আগুন : ফলোআপ ১, ২ ও ৩', দৈনিক সমকাল। তাদের প্রত্যেককে নগদ অর্থ, সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও মনোনীত অপর নয়জন প্রতিবেদককে সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বিতর্ক যশোর

শিক্ষক নয়, সুশিক্ষায় পরিবারের ভূমিকাই মূখ্য

যশোরে মহাবিদ্যালয়ের আন্তঃবিভাগীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

আইইডি যশোরে সরকারি শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন মহাবিদ্যালয়ে ৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে আন্তঃবিভাগীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ প্রতিযোগিতায় কলেজের উচ্চমাধ্যমিক (ব্যবসা শিক্ষা), স্নাতক সম্মান ও উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। বিতর্কের চূড়ান্তপর্বের বিষয় ছিল 'সুশিক্ষায় শিক্ষক নয়, পরিবারের ভূমিকাই মূখ্য'।

বিতর্ক পরিচালনা পর্ষদের আহবায়ক দীপক কুমার রায়ের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিতর্কের চূড়ান্তপর্ব শুরু হয়। বিষয়ের বিপক্ষের দল উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি (মানবিক) চ্যাম্পিয়ন এবং পক্ষের দল স্নাতক সম্মান রানার্সআপ হবার গৌরব অর্জন করে। চুড়ান্ত পর্বে সেরা বিতার্কিক নির্বাচিত হন চ্যাম্পিয়ন দলের দলনেতা শামিমা ইয়াসমিন মিতু।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিচালনা পর্ষদ-এর সদস্য এমআর খায়রুল উমামের সভাপ্রধানত্বে বিতর্কের চূড়ান্তপর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আনোয়ার হোসেন। বিচারকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন দৈনিক সংবাদ যশোর-এর সিনিয়র রিপোর্টার রুকুনউদ্দৌলাহ, নারী নেত্রী ও জনউদ্যোগ সদস্য অ্যাডভোকেট সৈয়দা মাসুমা বেগম, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যশোর-এর সভাপতি অধ্যাপক সুরাইয়া শরিফ, অ্যাডভোকেট মোস্তফা হুমায়ুন কবির ও উদীচী যশোর জেলার সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান মজনু।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপসহ সকল অংশগ্রহণকারী এবং শ্রেষ্ঠ বক্তাকে সনদপত্র, ক্রেস্ট ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ময়মনসিংহ

ফেসবুক চর্চা নিয়ে স্কুলপর্যায়ে বিতর্ক

আইইডি ৩১ মার্চ ২০১৮ ময়মনসিংহে স্কুল পর্যায়ে উন্নয়ন ইস্যুভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, গভর্নমেন্ট সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুল, বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্তপর্বে বিতর্কের বিষয় ছিল, 'ফেসবুক চর্চা আমাদের সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে'

অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতার চুড়ান্তপর্বের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচএম লোকমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন নারী ফোরামের আহ্বায়ক সৈয়দা সেলিমা আজাদ ও জনউদ্যোগ ময়মনসিংহ-এর আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু। চুড়ান্তপর্বের বিতর্কে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল বিজয়ী ও মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রানার্সআপ হয়। শ্রেষ্ঠবক্তা নির্বাচিত হয় জেলা স্কুলের দলনেতা নাহিয়ান ইসলাম ইনান। অনুষ্ঠান শেষে তার্কিকদের মাঝে সনদপত্র ও পুরস্কার করা হয়।

সব ধরনের সহযোগিতার দিলেন সমাজসেবা কার্য মাঠকর্মকর্তার আশ্বাস

যশোর শহরের টালিখোলায় ৩০ এপ্রিল ২০১৮ কদম নারীদলের সদস্যদের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ জন নারী দলসদস্যের এ সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাঠকর্মকর্তা বেগম রিনা শর্মিলা ।

শুরুতে তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে নারীদলের সাথে সভার উদ্দেশ্য উপস্থাপন করেন আইইডির উন্নয়ন কর্মকর্তা বিএম দিদারউদ্দিন। এরপর নাগরিকদের বিশেষকরে নারী ও দরিদ্রদের জন্য সরকারের সমাজসেবা কার্যালয়ের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে আলোচনা করেন কদম দলের নেতৃবৃন্দ।

এরপর অতিথি মাঠকর্মকর্তা বেগম রিনা শর্মিলা সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় যে সকল সুযোগ সুবিধা আছে সে সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের সভার মাধ্যমে নারী দলসদস্যদের বিভিন্ন তথ্য জানার পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে নারীদলের সুসম্পর্ক গড়ে উঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর ফলে সমাজসেবা কার্যালয়ের তথ্য সকলের কাছে যাবে ও সে অনুযায়ী তারা সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি দলসদস্যদের এ সংক্রান্ত সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। সভায় আইইডির পিও প্রদীপ সরকার উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক : নুমান আহম্মদ খান

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) কর্তৃক

কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড, ব্লক বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা ১২০৭ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং চিত্রকল্প থেকে মুদ্রিত।

ফোন: (৮৮০-২) ৫৮১৫১০৪৮, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৫৮১৫২৩৭৩, ই-মেইল: ieddhaka@gmail.com ওয়েব: www.iedbd.org